লিবিয়া উপকূলে বাংলাদেশিসহ ১৭ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের স্বপ্ন দেখা ১৭ জন অভিবাসীর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে লিবিয়ার উপকূল থেকে। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির পশ্চিমে অবস্থিত জুয়ারা উপকূল থেকে গত কয়েক দিনে এই মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকদের একটি দল নিশ্চিত করেছে।

লিবিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইমার্জেন্সি মেডিসিন অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার জানিয়েছে, ত্রিপোলি থেকে প্রায় ১১৭ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এই উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকারী সংস্থাটি তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে উদ্ধার অভিযানের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা যায় যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মরদেহগুলো সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন।

উদ্ধারকৃত ১৭ জনের মধ্যে ১৪ জনের মরদেহ ইতিমধ্যেই যথাযথ ধর্মীয় ও আইনি নিয়মে দাফন করা হয়েছে। এর মধ্যে শনাক্ত হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকের মরদেহ ত্রিপোলিতে অবস্থানরত তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে বাকি দুইজন মরদেহের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। লিবিয়ার স্থানীয় কর্মকর্তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করছেন যাতে নিহতদের সঠিক পরিচয় এবং তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা যায়। সাধারণত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবি কিংবা সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় তীব্র পানি ও খাদ্য সংকটে অভিবাসীদের এমন মৃত্যু ঘটে।

২০১১ সালে নেটো সমর্থিত বিদ্রোহের মাধ্যমে তৎকালীন শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকেই লিবিয়া ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার অন্যতম প্রধান ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যুদ্ধ দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে বাঁচার আশায় আফ্রিকা এবং এশিয়ার হাজার হাজার মানুষ নিজেদের জীবন বাজি রেখে লিবিয়া হয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

সূত্র: আর টিভি

মারা গেছেন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে

ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে মারা গেছেন। রোববার (১২ এপ্রিল) মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে গত শনিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গত কয়েক মাস ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই শিল্পী। শনিবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

রোববার দুপুরে তার ছেলে আনন্দ ভোঁসলে এই বরেণ্য শিল্পীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। আগামীকাল সোমবার তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় গায়িকা আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালে সংগীত অনুরাগী মঙ্গেশকর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই পেশাদার গান গাওয়া শুরু করেন তিনি। ১৯৪৩ সালে চলচ্চিত্রে প্রথম গান রেকর্ড করার পর ১৯৫০-এর দশকেই বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেন। বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের ছায়ায় ঢাকা না পড়ে নিজস্ব গায়কী ঢঙে তিনি কয়েক দশক ধরে শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন।

দাদাসাহেব ফালকে ও বঙ্গবিভূষণসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এ খ্যাতনামা গায়িকা। ১৯৯৭ সালে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্যও মনোনীত হন তিনি।

তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল বেশ নাটকীয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারের অমতে নিজের ব্যক্তিগত সচিব ৩১ বছর বয়সী গণপতরাও ভোঁসলেকে বিয়ে করেন তিনি। তবে ১৯৬০ সালে সেই সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মণের

(আর ডি বর্মণ) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বর্মণ পরিবারের প্রবল আপত্তি থাকলেও তাদের দীর্ঘদিনের প্রেম পরিণয়ে রূপ পায়। ১৯৯৪ সালে আর ডি বর্মণের মৃত্যু পর্যন্ত তারা একসাথেই ছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার নাতনি জেনাই ভোঁসলে ছিলেন এই সংগীত সম্রাজ্ঞীর ছায়াসঙ্গী। তার প্রয়াণে ভারতীয় সংগীতের একটি স্বর্ণযুগের অবসান ঘটল।

সূত্র: যমুনা টিভি।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ পালিত হয়েছে।

রবিবার সকালে জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (অ.দা.) মোছাঃ নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঞ্জীব মৃধা, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।

মেহেরপুরে তেল সংকট, সীমিত পরিমাণে বিক্রি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাব মেহেরপুরের তেল পাম্পগুলোতেও পড়েছে। জ্বালানি তেলের সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় সাধারণ ক্রেতারা অতিরিক্ত তেল কেনার চেষ্টা করায় জেলার বিভিন্ন পাম্পে চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ফলে চাহিদার তুলনায় বেশি বিক্রি হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে পাম্প মালিকরা।

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রেতারা সর্বোচ্চ ১০০ থেকে ৩০০ টাকার তেল নিতে পারছেন। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে কেউ কেউ তেল পেলেও অনেকেই না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

শনিবার বেলা ১২টার তথ্য অনুযায়ী, শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স মেহেরপুর ফিলিং স্টেশনে তেল বিক্রি বন্ধ রয়েছে। বামনপাড়ায় অবস্থিত মা ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল বিক্রি বন্ধ থাকলেও সর্বোচ্চ ২০০ টাকা পর্যন্ত অকটেন দেওয়া হচ্ছে। কাথুলী রোডের মেসার্স জেড কে ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ১০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে। আর পুলিশ লাইন রোডের নূর ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার রবিবার থেকে রেশনিং পদ্ধতিতে তেল বিক্রির সীমা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে। এতে করে কেউ অতিরিক্ত তেল কিনে মজুদ করতে পারবেন না বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।

মেহেরপুরের ভাষা সংগ্রামীরা

কেউ ইতিহাসেও বেঁচে নেই

ভাষা আন্দোলনর সময় প্রায় অখ্যাতই ছিল ভারত সীমান্তঘেঁষা প্রান্তিক মহকুমা শহর মেহেরপুর। যার পরিচিতি ঘন আমবাগান আর পলাশীর ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু ইতিহাসের সেই নীরব জনপদ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেগে উঠেছিল দৃঢ় প্রতিবাদে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, পুলিশি জুলুম চলবে না স্লোগানে মুখর হয়েছিল পথঘাট।

ভাষাসংগ্রামীদের স্মৃতিচারণে জানা যায়, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ মেহেরপুরে হরতাল পালিত হয়। “উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা” ঘোষণার বিরুদ্ধে মেহেরপুর হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেন। প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শহরজুড়ে ছাত্রমিছিল বের হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হলেও চেতনায় পিছিয়ে ছিল না এই শহর।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আন্দোলন আবারও বেগবান হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর পৌঁছালে মেহেরপুরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। মুন্সী সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে আওলাদ হোসেন, কাওসার আলী, ইসমাইল হোসেনসহ শিক্ষার্থীরা পোস্টারিং ও পিকেটিংয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণকালে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেও তা ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। কালাচাঁদ হলের সামনে আবুল কালামের সভাপতিত্বে সমাবেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বক্তারা সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ঢাকার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রান্তিক মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ পদচারণায় একুশের আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

ভাষার দাবি তখনও পূরণ হয়নি। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবসের প্রভাত ফেরি পালন করতে গিয়ে প্রশাসনের কঠোর দমননীতির মুখে পড়েন আন্দোলনকারীরা। শুক্লা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রিপন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ওই প্রভাত ফেরিতে যোগ দেন, শিক্ষকদের বাধা উপেক্ষা করে। প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে মেহেরপুর সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মুন্সি সাখাওয়াৎ হোসেন, নজীর

হোসেন বিশ্বাস এবং তাঁর সহযাত্রী কদম রসুল, সামসুল আলা, আবুল কাসেম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। পরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তদবিরে তাদের ছাড়িয়ে আনা ছাড়াও বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ ওই সাতজনের কেউই জীবিত নেই।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে অংশ নেওয়া গোলাম কাউসার চানার পুত্র জি এফ মামুন লাকি জানান, এতদিন ভাষাসংগ্রামীদের মূল্যায়ন বলতে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনাই ছিল একমাত্র স্বীকৃতি। ২০২৪ সালের পর সেই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনাও বন্ধ হয়ে গেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু বলেন, এত বছরেও ভাষাসংগ্রামীদের রাষ্ট্রীয় তালিকা হয়নি। তাঁদের পরিবারগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়ারও কোনো উদ্যোগ নেই। এটি ইতিহাসের প্রতি অবহেলা।”

মেহেরপুরের ভাষাসংগ্রামীদের নাম আজও কোনো সরকারি পূর্ণাঙ্গ তালিকায় নেই। তাঁদের অনেকেই প্রয়াত; পরিবারগুলোও অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সম্মাননা কিংবা আর্থ-সামাজিক সহায়তার বিষয়টি অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করা জাতির জন্য এটি এক বেদনাদায়ক প্রশ্ন। প্রান্তিক শহরের যাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন, গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-পরিচয় কি ইতিহাসের প্রান্তেই পড়ে থাকবে?

মেহেরপুরের সচেতন মহল মনে করে, অবিলম্বে ভাষাসংগ্রামীদের যাচাই-বাছাই করে রাষ্ট্রীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি। নইলে প্রান্তিক এই শহরের অবদান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে- আর ইতিহাস হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ।

মেহেরপুরে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশের প্রথম প্রহরে মেহেরপুরের ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন স্তুরের মানুষ।

একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২ টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শুরু হয়।

পরে জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির, জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (সমন্বয়) ক্যাপ্টেন (অব.) গনী উল আজম, জেলা বিএনপির পক্ষে সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান জেলা বিএনপির পক্ষে, জেলা জামায়াতের পক্ষে রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন ও সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর প্রধানরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠণের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রবাসী কাদের মিয়ার মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঝা গ্রামের প্রবাসী কাদের মিয়া মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না

ইলাইহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার মালয়েশিয়ায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদের মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় প্রবাসজীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মরহুম কাদের মিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কম্বোডিয়ায় নতুন করে হামলা থাইল্যান্ডের

কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরু চালিয়েছে থাইল্যান্ড। ‘নিজেদের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে’ এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটি।

এক প্রতিবেদনে আল জাজিরা বলছে, রোববার (১৪ ডিসেম্বর) পর্যন্ত দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষ হয়েছে। এর আগে থাইল্যান্ডের সঙ্গে থাকা সব ধরনের সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের ঘোষণা দেয় কম্বোডিয়া। এ দুই দেশের মধ্যে রয়েছে ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। ঔপনেবিশ আমলে ভাগ করা এ সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করে তারা।

নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। যারমধ্যে সেনার পাশাপাশি বেসামরিক মানুষও আছেন।

থাইল্যান্ডের নৌবাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার এডমিরাল পারাখ রাত্তানচাইয়াপানের বরাতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম মাতিচোন অনলাইন জানিয়েছে, ত্রাত প্রদেশের কাছে নিজেদের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে তারা নতুন সামরিক অভিযান শুরু করেছেন।

ভোরে শুরু হওয়া এ অভিযানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে জানিয়ে এ নৌ কর্মকর্তা বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আত্মরক্ষা এবং ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষায় নতুন করে হামলা চালানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টায় জেলা শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্ত্বর হতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় ওয়েল ফেয়ার এফোর্স, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা, শোভা, ডাস সংস্থা সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশ নেন।

মানবাধিকার কর্মী বাবলু কুণ্ডুর সঞ্চালনায় মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন জে এফ কর্মী আসমা সুলতানা, ইমাম আব্দুল্লা আল হাবিব, উপজেলা জে এফ সভাপতি জার্নালিস্ট ময়না খাতুন, সালেহা খাতুন, ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস প্রতিনিধি সাবদার হোসেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধি শিপন ঘোষ, গোল্ডেন ওয়েল ফেয়ারের নির্বাহী পিরচালক চন্দন বসু মুক্ত, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, উপ-পরিচালক রেজা- উন, কামরুজামান পিন্টু, জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবীর,ডাস এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক খুলনা মেডিকেল কলেজের পরিচলক ডা: মুন্সী রেজা সেকেন্দার, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারন সম্পাদক হাফিজুর রহমান ও উপজেলা শাখার সভাপতি আহম্মেদ হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, মেহেরপুর শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে। দিনটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন (বিআইএইচআরএফ) মেহেরপুর শাখা বুধবার সকালে র্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করে।

মেহেরপুর বিআইএইচআরএফের সভাপতি রফিকুল আলমের নেতৃত্বে শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে থেকে র্যালি বের করা হয় এবং র্যালি শেষে নজরুল স্কুলে একটি প্রাণবন্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫ সালের এই দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল “মানবাধিকার, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য বিষয়।” এর মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং মানবাধিকার কীভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে তা প্রদর্শনই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বিআইএইচআরএফ মেহেরপুরের সভাপতি রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিচালক এম. এ. মুহিত মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন এবং মানবাধিকার কী তা ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সানজিদা ইসলাম, প্রধান শিক্ষক নজরুল হাই স্কুল।

মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কয়েকজন গরিব ছাত্রীকে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি বলেন, প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

তিনি আরও বলেন, এ বছরের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী, যার লক্ষ্য মানবাধিকারের মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করা এবং মানুষকে মানবাধিকারকে জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা। তিনি দৈনন্দিন জীবনে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার আহ্বানও জানান।